কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়ন এর স্থান নির্বাচনঃ

পানগুছি নদীর ভাঙন কবলিত স্থান সংলগ্ন ফ্লাড প্লেইনে কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়ন এর সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পে বর্নিত প্যাকেজ নং M-05 এর তীর সংরক্ষন কাজের সংলগ্ন স্থানে চওড়া ফ্লাডপ্লেইন বিদ্যমান থাকায় এই স্থানে জোয়ার ভাটার পানি ওঠানামা করায় তা ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য উপযুক্ত। এছাড়া প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা কাজের অন্যান্য স্থানে তীরের কাছাকাছি বাঁধ থাকায় জোয়ার ভাটার পানি inland এ প্রবেশ করতে না পারায় এই সকল স্থান ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য অনুপযুক্ত তাছাড়া উক্ত স্থানে সরকারি খাস জমি না থাকায় এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস, থানা, ব্যাক্তিগত ভবন ও বাজার ইত্যাদি থাকায় ওইসকল স্থানে কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। চিত্র-১,২ এ প্রকল্প এলাকায় কৃত্রিম বনায়নের জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহ যথা সিন্নিখালী, মোড়েলগঞ্জ ফেরিঘাট ও ফুলহাতা বাজার চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃত্রিম বনায়নের জন্য নির্ধারিত মোট জমির পরিমান 6 হেক্টর।

|  |
| --- |
|  |
|  |
| চিত্র-১ ও 2: গুগল ম্যাপে কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়ন এর নিদ্ধারিত স্থান |

কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়ন কার্যক্রম ও রক্ষনাবেক্ষনঃ

কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়নে বিভিন্ন ধরনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ যেমন সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, বাইন, গোলপাতা ও কেওড়া উল্লেখযোগ্য। নির্ধারিত স্থানে কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উক্ত উদ্ভিদের চারা রোপন করে রক্ষনাবেক্ষন করা হবে। সামাজিক বনবিভাগ এর নার্সারি থেকে কমপক্ষে ২-২.৫০ ফিট উচ্চতার চারা সংগ্রহপূর্বক প্রকল্পের নির্ধারিত স্থানে গ্রিড আকারে (২ মিঃ x ২ মিঃ) বন বিভাগের কারিগরি সহায়তায় রোপন করা হবে। কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য চারা রোপন শেষে ১ বছর রক্ষনাবেক্ষন অর্থাৎ গাছ নস্ট হলে বা মারা গেলে পুনরায় বনবিভাগ থেকে গাছ চারা সংগ্রহ করে রোপন করা হবে। বাপাউবো ও স্থানীয় সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করে ১ বছরের জন্য চারাগাছ পাহারা দেওয়া হবে।  এভাবে পর্যায়ক্রমে বনায়নের জন্য নির্ধারিত সব সাইটে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ব্যয় নির্বাহঃ

বনায়নের জন্য হেক্টর প্রতি ব্যায় বন বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রেট অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই ব্যয় প্যাকেজ নং M-05 থেকে সমন্বয় কের নির্বাহ করা হবে।